যায়যায়দিন

তারিখ 25 JAN 2009
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

সময় এসেছে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে কারা? অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের পারিবারিক ইতিহাস সংগ্রহ করে গবেষণা করলে দেখা যাবে, শতকরা ৯০ জন ছাত্রছাত্রীই নিম্নবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে, বাকি ১০ জন এসেছে মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। উচ্চবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে এমন ছাত্র বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু কেন উচ্চবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে না, এ বিষয়টি কি দেশের নীতিনির্ধারকরা একবারও ভেবে দেখেছেন? সব কারণের মধ্যে একটি হলো 'রাজনীতি'। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কী সমস্যা আছে, যার অন্তরালে রাজনীতি নেই?

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টির অবদান বাঙালি জাতি কখনো অস্বীকার করতে পারবে না। আমাদের দেশের যেসব লোক বিখ্যাত হয়েছেন, তাদের অনেকেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েই হয়েছেন। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধেও রয়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়টির অসামান্য অবদান। কিন্তু বিশ্বের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টির অবস্থান আজ কোথায়? এখানে রাজনীতির ছদ্মাবরণে কিছু সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ, টেন্ডারবাজ, দখলবাজ এবং ছিনতাইকারীকে খুঁজে পাওয়া যাবে, যাদের রাজনৈতিক দাপটের কাছে জিম্মি হাজার হাজার নিরীহ মেধাবী ছাত্রছাত্রী। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে তাদের মেধা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হচ্ছে।

দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকালে চাঁদাবাজ, টেন্ডারবাজ, দখলবাজ ও ছিনতাইকারীর পাশাপাশি আরেকটি ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠে তা হলো সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িক শক্তি বিশেষ করে ছাত্রশিবির নামধারী এক ধরনের সংগঠন, যারা ধর্মের দোহাই দিয়ে ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মগজ ধোলাই করে জঙ্গিতে রূপান্তর করছে। এ ভণ্ডামিকে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে এক ধরনের রাজনীতিবিদ, যারা দেশকে তালেবান রাষ্ট্র বানাতে চায়। এর ফলে মারাত্মক সেশনজটের সৃষ্টি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, যার করুণ পরিণতির শিকার নিম্নবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা, যাদের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে পুরো পরিবার।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বাবা-মা এসব ছেলেমেয়ের জন্য টাকা পাঠায়, লক্ষ্য

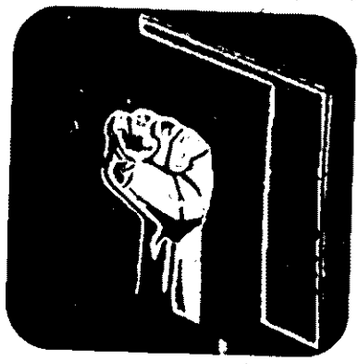

একটাই সন্তান যেন মানুষ হয়। শেষ পর্যন্ত মানুষ হয় ঠিকই, সঙ্গে 'আদুভাই' উপাধিটাও ধারণ করে। এর জন্য দায়ী তারাই, যাদের আমরা ভোট দিয়ে আমাদের তথাকথিত সেবার জন্য মনোনীত করি। তাদের ছেলেমেয়েরা তো আর এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে না। তাই এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং সেশনজটমুক্ত শিক্ষাঙ্গন তৈরিতে তাদের মাথাব্যথাও নেই। ক্ষমতার পালা বদলের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় তাণ্ডব। প্রভাব প্রতিষ্ঠার তাণ্ডব।

নির্বাচন উত্তর সহিংসতা নিরসনে বর্তমান সরকারের পদক্ষেপ ছিল প্রশংসনীয়। কিন্তু ১৭ জানুয়ারি সংঘটিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যায়ের ঘটনাগুলো সত্যিই দুঃখজনক। এ ধরনের ঘটনায় শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয় না, এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়, যার ভোগান্তির শিকার হয় সাধারণ মানুষ। আমাদের প্রিয় ছাত্রছাত্রীরাও রাজনীতিবিদদের উস্কানিতে নিজের সুন্দর ভবিষ্যতের কথা ভুলে যায়। রাজনীতিবিদরা রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ছাত্রদের ব্যবহার করছেন, এতে তাদের ক্ষতি হবে- এটা একবারও তারা ভেবে দেখেন না। কেউ কি বলতে পারবে ক'জন রাজনীতিকের ছেলেমেয়ে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে? বলতে গেলে কেউ না। কারণ তারা নিজেদের ছেলেমেয়েকে ব্যবহার করেন না। তাদের ছেলেমেয়ে সেশনজটে পড়ে আদুভাই হোক- এটাও চান না। তারা ছেলেমেয়েকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা বিদেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়ে থাকেন। তাই রাজনীতিকরাই সমস্যা তৈরির জনক। আমাদের শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক কারণে যে সমস্যা আছে, তার সমাধান খুঁজে পেতে হলে:

১. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতিবিদদের ছেলেমেয়েকে পড়াশোনা বাধ্যতামূলক করতে হবে অথবা
২. ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করতে হবে।

বর্তমান সরকারকে মনে রাখতে হবে ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে হলেও বৃহত্তম স্বার্থে তাদের এগিয়ে আসা উচিত। মহাজোটের সংসদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, ইচ্ছা করলে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে তারা যে কোনো ধরনের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এখন দিন বদলের সময়। এখন সময় এসেছে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের। জনগণের মঙ্গলের জন্য ভালো সিদ্ধান্ত গ্রহণকে তারা সাধুবাদ জানাবে বলে আমার বিশ্বাস।

মোহাম্মদ শাহ জালাল সরকার
সখিপুর, শরীয়তপুর